সুপ্রভাত ! আমার নাম [...] এবং আমি হাওড়া সাউথ পয়েন্ট / সেন্ট থমাস হোমে [...] বছর কাজ করছি । আমি টিবি আক্রান্ত রোগীদের যত্ন নিয়ে থাকি ।

ভারতে টিবি অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ন রোগের মধ্যে অন্যতম একটি রোগ, বেশীর ভাগ মানুষ এই রোগের সম্পর্কে কিছু জানেন,
এই রোগকে ভালো ভাবেই নিয়ন্ত্রন করা যায় । কিছু প্রাথমিক জ্ঞান যেমন 'টিবি কি ভাবে হয়, কিভাবে আমি নিজেকে এবং পরিবারকে এই রোগের হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারবো ।

সেই কারনে আমি কিছুক্ষন সময় আপনাদের সাথে টিবি রোগ নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি । আমি চাইনা যে দাঁড়িয়ে কিছু বলবো আর আপনারা কেবল শুনবেন । এখানে আমি টিবি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করবো কুইজ এর মতো । প্রত্যেকটি প্রশ্নের ৩ (তিন) টি করে উত্তর দেব, এদের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর থাকবে, বাকি দুটি ভুল উত্তর থাকবে । আপনারা আমাকে যে উত্তরটি ঠিক মনে করবেন সেটি বলবেন ।

এটি কোন স্কুলের আলোচনা বা পরীক্ষা নয় । আমরা মজা করে কথা বলব, এবং যদি কেউ উত্তর দিতে না চান তাহলে কোন সমস্যা হবে না । লক্ষ রাখবেন যে আমি টিউবারকুলোসিস রোগটি কে সংক্ষেপে টিবি নামে ব্যবহার করব ।

এবার প্রশ্ন নং ১ শুরু করা যাক ।

প্রশ্ন নং – ১ টিউবারকুলোসিস (টিবি) কি ধরনের অসুখ বলে আপনার মনে হয় ?

উত্তর ১) এটি ক্যানসারের মত, আজীবন ভুগতে হয় এবং সমস্থ রোগী শেষ পর্যন্ত মারা যায় ।

2) এটি সুগার রোগের মত, মানে আজীবন চিকিৎসা করেতে হয় এবং কোন রোগী মারাও যায় ।

৩) এটি সংক্রমিত রোগ যা জীবানু দ্বারা সৃষ্ট হয়।কিছু মাস অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ দিয়ে এটি পুরোপুরি সেরে যাবে।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

টিউবারকুলোসিস একটি সংক্রমিত রোগ যা জীবানু দ্বারা হয়ে থাকে । যেমন – ম্যালেরিয়া, টাইফায়েড, জ্বর অথবা করোনা ভাইরাস এর মত সংক্রমিত । টিউবারকুলোসিস অন্যান্য সংক্রমিত রোগ থেকে আলাদা, কেবল মাত্র অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা সম্পর্কিত যা যক্ষা রোগকে নিয়ন্ত্রনের জন্য দরকার ।টিউবারকুলোসিস রোগীর এই চিকিৎসা দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালাতে হয়, ম্যালেরিয়া অথবা টাইফায়েড জ্বরের থেকে ।

এটি আজীবন অসুখ নয় এবং সেরে ওঠার সম্ভাবনা ভালো যদি একজন রোগী অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ নিয়মিত এবং নির্ধারিত সময় অবধি গ্রহন করে ।

প্রশ্ন নং – ২ পৃথিবীতে কোন দেশে বেশী টিবি রোগী দেখা যায় ?

উত্তর ১) চীন

২) ভারত

৩) ইন্দোনেশিয়া

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতে টিবি রোগীর সংখ্যা বেশী । চীন এবং ইন্দোনেশিয়াতে ও প্রচুর পরিমানে টিবি রোগী আছে কিন্তু ভারতের তুলনায় কম ।

প্রশ্ন নং – ৩ প্রতিবছর ভারতে কত জন মানুষ টিবি রোগে আক্রান্ত হয় ?

উত্তর ১) এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষের কাছাকাছি ।

২) সাতাশ লক্ষের কাছাকাছি ।

৩) এক কোটির কাছাকাছি ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

প্রতিবছর ভারতে কত জন মানুষ টিবি রোগে আক্রান্ত হয় তার সঠিক সংখ্যা কেউই জানে না । কারন, সারা ভারতে এমন কোন সংস্থা নেই যা তাদের গননা করে, সেই কারনে ভারতে এক বছরে নতুন টিবি আক্রান্তের একটি অনুমান রয়ছে, যেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী ২৭ (সাতাশ) লক্ষ ।

প্রশ্ন নং – ৪ পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশে টিবি আক্রান্ত রোগী মারা যায় বেশী?

উত্তর ১) নাইজেরিয়া (আফ্রিকা)

২) বাংলাদেশ

৩) ভারত

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

দূর্ভাগ্যবশত পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশী টিবি রোগী মারা যায় ভারতে । পৃথিবীর কোথাও এই ধরনের কোন সংস্থা নেই যারা এই সংখ্যাটির হিসাব রাখে, অনেক টিবি রোগী মারা যায় যা সরকারী সংস্থা পরিলক্ষিত হয় না ।

প্রশ্ন নং – ৫ প্রতিবছর ভারতে কত জন টিবি রোগী মারা যায় ?

উত্তর ১) ৫০,০০০ এর কাছাকাছি

২) ৪.৫ লাখ এর কাছাকাছি

৩) ১ কোটির কাছাকাছি

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

ভারতে প্রতিবছর যে সমস্থ টিবি রোগী মারা যায় তার আনুমানিক সংখ্যা আমাদের কাছে আছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী এটা ৪.৫ লাখ ।

প্রশ্ন নং – ৬ কিভাবে আমি যক্ষা রোগে সংক্রমিত হতে পারি ?

উত্তর ১) টিবি আক্রান্ত ব্যক্তির একই টয়লেট / প্রস্রাবাগার ব্যভারের দ্বারা ।

২) একজন টিবি আক্রান্ত ব্যক্তিকে যে মশা কেটেছে, সেই মশা আমাকেও যদি কামড়ায় ।

৩) যখন আমি ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস নেব, সেই ঘরে যদি টিবি আক্রান্ত ব্যক্তি কাশে ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

টিবি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত একই টয়লেট / প্রস্রাবাগার ব্যবহারে কারনে অথবা মশার কামড়ের দ্বারা টিবি রোগ সংক্রমিত হয় না ।

টিবি জীবানু দ্বারা সংক্রমন ঘটে, যখন একজন ব্যক্তি একটি ঘরের বাতাসে শ্বাস নেয় যেখানে ফুসফুসের টিবি সংক্রামক ধরনের রোগী আগে কেশে ছিল, টিবি রোগীর কাশি হলে কিছু জীবানু রোগীর চারপাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় । এই জীবানু গুলি দেখতে খুবই ছোট্ট এবং তারা তৎক্ষনাৎ মাটিতে পড়ে না কারন তাদের ওজন প্রায় নেই ।

প্রশ্ন নং – ৭ ফুসফুসে টিবি হলে তার কি লক্ষন দেখা যাবে ?

উত্তর ১) গলা ব্যাথা, নাক দিয়ে জল পড়া এবং চোখ ছলছল করা ।

২) কাশি, জ্বর, খিদে না থাকা ।

৩) প্রস্রাব এবং চোখ হলুদ হওয়া ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

টিউবারকুলোসিস অনেক ধরনের লক্ষন তৈরী করতে পারে । কিন্তু বেশিরভাগ ফুসফুসে টিবি আক্রান্তের কাশি, জ্বর এবং ক্ষুদামান্দ থাকে । গলা ব্যাথা, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ ছলছল করা, জন্ডিসের মত প্রস্রাব টিবি রোগের লক্ষন নয় ।

প্রশ্ন নং – ৮ কখন আমি টিবি রোগের পরীক্ষা করাব ?

উত্তর ১) যখন আমার দুই সপ্তাহ বা তার বেশি কাশি থাকবে ।

২) যখন আমার মাথা ঘুরবে এবং দূর্ব্ল লাগবে এবং ঘুমাতে পারব না ।

৩) যখন আমার পিঠে ব্যাথা এবং পায়ের তলায় ঝিনঝিন লাগবে ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

কখনো কখনো টিবি রোগীরা তাদের দূর্বলতা এবং পিঠে ব্যাথার কথা বলেন, কিন্তু বেশির ভাগ টিবি রোগী তাদের দীর্ঘদিন কাশির কথার বলেন । দুই সপ্তাহ বা তার বেশি কাশি হলে আমার পরীক্ষা করাবো।

প্রশ্ন নং – ৯ এরকম আর কি অন্য কোন রোগ আছে, যাতে লোক দীর্ঘদিন ধরে কাশে ?

উত্তর ১) যদি একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে কাশে, এটা নিশ্চিত যে টিবি, অন্য কোন রোগ নয় ।

২) একজন ব্যক্তি যে ধুমপান করে তার ধুমপানের জন্য কাশি হতে পারে, টিবির জন্য নয়, টিবির পরীক্ষার দরকার নেই ।

৩) অনেক ধরনের অন্য রোগ আছে, যাতে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কাশে, এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে কাশছেন, তাদের অবশ্যই যত্ন সহকারে পরীক্ষা করেতে হবে বোঝার জন্য যে তাদের কোন রোগ আছে ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

যদি কোন রোগী ডাক্তারকে তার দীর্ঘসময়ের কাশির কথা বলেন, কোন ডাক্তার তৎক্ষনাৎ বলতে পারবে না যে সে কোন রোগে ভুগছে । এমন অনেক ধরনের অসুখ আছে যাতে রোগী দীর্ঘসময় ধরে কাশে এবং এর জন্য দরকার সঠিক পরীক্ষা যার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে রোগী কোন রোগে ভুগছেন ।

প্রশ্ন নং – ১০ যদি আমার ২ (দুই) সপ্তাহ বা তার বেশি সময় কাশি হয়, তাহলে আমার কি করা উচিত ?

উত্তর ১) আমি সরকারী স্বাস্থ্য সংস্থা বা হাসপাতালে যাব এবং সেখানে কফের একটি নমুনা পরীক্ষার জন্য জমা করব ।

২) আমি বাড়ীতে থাকব এবং অপেক্ষা করব যতক্ষন না কাশি ভালো হয় । এই সময়ে আমি কোন ফল খাবো না ।

৩) আমি জানি কিছু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কাশির পক্ষে খুব ভালো ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

বাড়ীতে থাকা এবং অপেক্ষা করা কোন বিকল্প ব্যবস্থা নয়, যদি টিবি সন্দেহ হয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা একে সাহায্য করতে পারবে না ।

কফের নমুনা (যখন আমারা কাশি হয় তখন শ্বাসনালী দিয়ে শ্লেষ্মা বের হয়, তাকে মিউকাশ বলে) । টিবির জীবানুকে মাইক্রোস্কোপ এর নীচে দেখতে হয় টিবির রোগ প্রমান করার জন্য । যদি কফের নমুনাতে টিবির জীবানু দেখা না যায়, তাহলে সেটা ডাক্তারের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও । তিনি ভাবতে পারেন যে অন্য কোন রোগের কারনে তার কাশি হচ্ছে ।

প্রশ্ন নং – ১১ একজন ব্যক্তির কি ফুসফুস ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও টিবি হতে পারে?

উত্তর ১) না, টিবি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ফুসফুসেকে প্রভাবিত করে এবং সেখানে কাশি তৈরী করে, কিন্তু শরীরের অন্য কোনো অংশকে প্রভাবিত করে না ।

২) হ্যাঁ, এটি উদাঃ স্বরুপ ঘাড়ে ফোলাভাব তৈরী করতে পারে, যা দেখতে ছোট্ট বলের মতো বা আঙুরের মতো, যা একলাইনে বা একটি দলে থাকে, এই নোড গুলির ফোলা, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

৩) হ্যাঁ টিবি উদাঃ স্বরুপ, একজন মানুষের চুল বা তার নখকে প্রভাবিত করতে পারে এবং চুল পড়ে যাবে এবং নোখ কালো হয়ে যাবে ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

টিবি মানুষের চুল এবং নোখ বাদ দিয়ে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এবং প্রতিটি অংশকে প্রভাবিত করতে পারে । টিবি প্রায়শই ফুসফুস কে প্রভাবিত করে এবং কাশি তৈরী করে তবে অন্যান্য ধরনে টিবি আছে। টিবি প্রভাব ফেলতে পারে উদাঃ স্বরুপ পেট এবং হাড়ে, টিবি প্রায়শই ফুলে যায়, এর মানে হল নোড। ফোলা শক্ত অংশ ঘাড়ের দিকে যা ধীরে ধীরে বৃধি পায় এবং দেখতে ছোট বলের মতো বা লাইনে একগুচ্ছ পড়ে থাকা আঙুরের গুচ্ছের মতো দেখায়।এগুলি সাধারনত খুব বেদনা দায়ক হয় না, তবে যখন এটি চিকিৎসা না করা হয় তখন তারা ত্বকের পিছনে ফোলা অংশ থেকে ফিসটুলার থেকে পুঁজ বের হতে শুরু করে।

প্রশ্ন নং – ১২ একজন ব্যক্তি কী করতে পারেন যখন ঘাড়ে এই ধরনের নোডগুলি উপস্থিত হয়, যা খুব বেদনা দায়ক না হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়?

উত্তর ১) এরকম কিছুর জন্য অপারেশন প্রয়োজন এবং যদি একজন ব্যক্তি অপারেশন করতে না চান, তাহলে তিনি ব্যাথানাশক ঔষধ খেতে পারেন এবং অপেক্ষা করেন দেখেন নোডগুলি নিজেরাই চলে যায় কিনা।

২) এমন ব্যক্তির উচিত সরকারের কাছে যাওয়া, হাসপাতাল বা বড় সরকারী স্বাস্থ্যকান্দ্রে এবং সেখানে টিবি ডাক্তারের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়।এই ডাক্তার ব্যক্তিকে পথ দেখাবেন।

৩) মাম্পাস ব্যাথা উপশমের প্যাচগুলি ঘাড়ের নোডগুলির বিরুদ্ধে খুব সহায়ক।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

যদি নোডগুলি।ফোলা শক্ত অংশ ঘাড়ে উঠে যায় বা ফুলে ওঠে, ৩তবে এর পিছনে থাকা বিভিন্ন রোগ হতে পারে। কোনো ডাক্তার অবিলম্বে বলতে পারে না, একজন ব্যক্তির এই ফুলে যাওয়ার কারন কী? কিছু পরীক্ষা করা দরকার। সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন টিবি ডাক্তার রোগীকে পথ দেখাতে পারেন। সাধারনতঃ পরীক্ষাগুলি সেখানে ব্যায়বহুল নয়।

যদি এটি একটি টিবি হয়, তবে এই নোডগুলি নিজে থেকে ঠিক হবে না তবে যতক্ষন না কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় ততক্ষন পর্যন্ত এটি বাড়তে থাকবে। মাম্পস প্যাচগুলি টিবি দ্বারা সৃষ্ট নোডগুলির বিরুদ্ধে সাহায্য করে না। এই ধরনের প্যাচের উপর নির্ভর করা শুধুমাত্র সময়ের অপচয়।

প্রশ্ন নং – ১৩ যদি আমার শিশুর (বাচ্ছার) ২ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় কাশি হয়, তাহলে আমি কি করব ?

উত্তর ১) এটি কিছু সময়ের পরে নিজে থেকে আর ও ভালো হয়ে উঠবে , এবং সন্তানের আপাতত ফল খাওয়া উচিত নয় ।

২) আমি ঔষধের দোকানে যাব এবং আমার সন্তানের জন্য কাশির সিরাপ কিনে আনবো । যতক্ষন আমার সন্তান খেলা ধুলা করছে ততক্ষন অন্য কোন পদক্ষেপ এর দরকার নেই ।

৩) আমি সরকারী হাসপাতালের বহির বিভাগে যাব এবং ডাক্তার কে বলবো, যদি আমার পরিবারের কোন সদস্যর আগে টিবি রোগ হয়েছিল অথবা আমাদের সন্তানের ওজন কমে যাচ্ছে ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

ভারতে সমস্থ টিবি রোগীদের ১০ (দশ) শতাংশ হচ্ছে শিশু, এটা মনে রাখতে হবে । শিশুর দীর্ঘদিন ধরে কাশি টিবি রোগের লক্ষন হতে পারে । সন্তানের জীবদ্দশায় কোন পিতা মাতার একজনের ফুসফুসে টিবি রোগের সংক্রমন হলে সন্তানের টিবি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । সন্তানের ওজন কমে যাওয়া অথবা ওজন না বাড়া এর সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাশি টিবির সন্দেহ জাগাতে পারে ।

প্রশ্ন নং – ১৪ কাশি হওয়ার মাত্র ২ (দুই) সপ্তাহ পরে থুতুর নমুনা দেওয়া কি সত্যই প্রয়োজন, আমি এমন কাউকে চিনি না, বেশির ভাগ মানুষই অপেক্ষা করে যতক্ষন না কাশি নিজে থেকে কমে যায় ?

উত্তর ১) যদি কাশি ছয় সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় তবে আমি থুতুর পরীক্ষা করব।

২) যদি আমি দ্রুত আমার থুতুর নমুনা দিয়ে থকি, মানে দুই সপ্তাহের কাশির পরে, এটি খুব সহায়ক হতে পারে, আমার যদি যক্ষা হয়, তাহলে আমার বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আগে এবং আমার পরিবারের সদস্যদের সংক্রমিত হওয়ার আগে আমি দ্রুত চিকিৎসা শুরু করব ।

৩) যতক্ষন জ্বর না থাকে এবং যতক্ষন থুতুতে রক্ত না থাকে, ততক্ষন থুতুর নমুনা দেওয়ার দরকার নেই ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

দুই সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কাশি থকলে আর অপেক্ষা না করাই ভালো, যদি এটি টিবি হয়, এটি দ্রুত নির্নয় এবং

চিকিৎসা শুরু হওয়া রোগী এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করবে, টিবি না হলে রোগী নিশ্চিত ভাবে থাকতে পারে এবং তাকে অন্য ঔষধ দিতে পারে ।

প্রশ্ন নং – ১৫ আমি ফরশোর রোড / বেলিলিয়াস রোড অঞ্চলে থাকি ?
কোথায় আমি টিবি রোগের কফ (থুতুর)পরীক্ষা করাতে পারি?

উত্তর ১) আমি মেডিক্যাল কলেজে যাব ।

২) আমি হাওড়া হাসপাতালের টিবি কেন্দ্রা যাদ ।

৩) আমি আমার কফের (থুতুর) নমুনার পরীক্ষা জি টি রোড অথবা বেলিলিয়াস রোড এর যে কোন পরীক্ষাগারে করাতে যাব ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

আপনার পরবর্তী স্ফটাম মাইক্রোস্কপি কেন্দ্রটি হাওড়া হাসপাতালের মধ্যে রয়েছে । সেখানে আপনি টিবি কেন্দ্রটি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সরকারী হাসপাতালে কফ (থুতুর) এর পরীক্ষা উন্নতমানের এবং সঠিক নিয়ম মেনে করা হয় যা প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে হয় না ।

প্রশ্ন নং – ১৬ সরকারী হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কফ (থুতুর) পরীক্ষা করতে কত খরচ হয় ?

উত্তর ১) প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ২০০ (দুই শত) টাকা, এবং শিশুদের জন্য ১০০ (এক শত) টাকা ।

২) এটি বিনা পয়সায় করা যায় ।

৩) বি পি এল রেশন কার্ড যাদের আছে , তাদের জন্য ফ্রি, অন্যদের টাকা দিতে হয় ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

ভারতবর্ষের প্রতিটি জায়গায় সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কফের (থুতুর) পরীক্ষার জন্য কোন খরচ হয় না । হয়ত তারা আধার কার্ডের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে ।

প্রশ্ন নং – ১৭ যদি আমার কাশির জন্য ডাক্তার বাবু আমাকে বুকের x-ray (ছবি) করতে বলে, তাহলে আমি কোথা থেকে এটা করাতে পারব ?

উত্তর ১) আমি এটা জি টি রোড / বেলিলিয়াস রোডের কোন পরীক্ষাগারে করাতে পারি এবং এর জন্য খরচ ৪০০ (চার শত) টাকার মত ।

২) আমি হাওড়া হাসপাতালের ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোথায় এই পরীক্ষা বিনা পয়সায় করা যেতে পারে ।

3) আমি অপেক্ষা করব এবং দেখব যে নিজে নিজেই এটি ঠিক হয়ে যাব।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

যে সমস্থ রোগী দীর্ঘদিন ধরে কাশছে তাদের কফের পরীক্ষার পাশাপাশি বুকের x-ray বা ছবির প্রয়োজন, এটা সরকারী হাসপাতালে বিনা পয়সায় হতে পারে যদি তারা বর্হির বিভাগে জিজ্ঞাসা করে ।

প্রশ্ন নং–১৮ যদি আমার টিবি হয় তাহলে আমাকে কত দিন ঔষধ খেতে হবে?

উত্তর ১) ১০ (দশ) দিনের মতো ।

২) বেশির ভাগ রোগীকে ৬ (ছয়) মাস ঔষধ খেতে হবে, কারোর ক্ষেত্রে এটি ১৮মাস (দেড়) বছর ।

৩) এটি আজীবনের চিকিৎসা ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

টিবি চিকিৎসা কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস চলে, টিবির জীবানু কে মারা সহজ নয়, যে কারনেই এটা এত সময় লাগে ।

কোনো কোনো রোগীকে দেড় বছর অবধি চিকিৎসা চালাতে হয় । কিছু রোগী যখন খুব শক্তিশালী ধরনে টিবি জীবানু দ্বারা সংক্রমিত হয় ইহাকে ড্রাগ রেজিস্টেন্স বলে এবং তাদে আর ও অ্যান্টিবায়োটিক এবং চিকিৎসার দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় । অন্যান্য রোগীরা একটু দূর্বল ধরনের টিবি জীবানু দ্বারা সংকেমিত হয় তাদেরকে ড্রাগ সেন্সিটিভ বলে এবং তাদের অল্প সংখ্যক অ্যানিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় এবং কম সময়ের জন্য ।

এমন কিছু পরীক্ষা রয়েছে যা স্পষ্ট করতে পারে যে একজন রোগীর ফুসফুসে শক্তিশালী বা দূর্বল টিবি জীবানু আছে কিনা ।

প্রশ্ন নং – ১৯ টিবির ঔষধের দাম কত ?

উত্তর ১) সরকারী জায়গাতে এর জন্য কোন অর্থ (টাকা) খরচ হয় না ।

২) বি পি এল কার্ড যাদের আছে তাদের কোন অর্থ (টাকা) ব্যয় করতে হয় না, অন্যদের ২০০ (দু শত) টাকা লাগে ।

৩) ট্যাবলেট (ঔষধ) এর জন্য কোন অর্থ (টাকা) ব্যয় হয় না, কিন্তু ইনজেকশান দেওয়ার জন্য কমপাউণ্ডার কে প্রতি ইনজেকশানের জন্য ২০ (কুড়ি) টাকা দিতে হয় ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

ভারতের সমস্থ সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে এই রোগের ঔষধের জন্য কোন খরচ হয় না, হয়ত তারা আধার কার্ডের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে ।

টিবি রোগের চিকিৎসা এবং কফের পরীক্ষার জন্য অর্থ অপচয়ের দরকার নেই । রোগী – যাদের ইনজেকশানের প্রয়োজন সরকারী টিবি কেন্দ্রে এর জন্য কোন অর্থ ব্যয় হয় না ।

প্রশ্ন নং – ২০ আমি কি আমাদের অঞ্চলের ডাক্তারের কাছে থেকে টিবি রোগের চিকিৎসা পেতে পারি ?

উত্তর ১) হ্যাঁ, অঞ্চলের ডাক্তার সরকারী জায়গায় থেকে ভালো ঔষধ দেন।

২) হ্যাঁ, কিন্তু ঔষধ ভালো না, এবং চিকিৎসা ও ব্যয়সাপেক্ষ এবং যত্ন নেয় না ।

৩) আমি অঞ্চলের ডাক্তারের থেকে চিকিৎসা নিতে পারি কেবল, যদি আমি ভালো না হই তাহলে সরকারী হাসপাতালে যেতে পারি ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

কেউই আপনাকে থামাবে না, যদি তুমি অঞ্চলের ডাক্তারের থেকে চিকিৎসা করেও, সাধারনত রোগী যারা সরকারী টিবি পোগ্রাম থেকে পরিষেবা পেয়েছে যেটা ভালো অঞ্চলের ডাক্তারের থেকে । সরকারী জায়গাতে অনেক যত্ন সহকারে সমস্থ পরীক্ষা করে হয় টিবি রোগীদের জন্য এবং তাদের কর্মীরা আপনার সমস্যা সমাধান করে যদি আপনি সমস্যার সম্মুখীন হন নিয়মিত চিকিৎসার জন্য । সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা (NGO) টিবি কর্মীরা আপনার বাড়ি যায় এবং জিঞ্জাসা করে আপনি কি করছেন ? কোন আঞ্চলিক ডাক্তার এটা করে না ।

প্রশ্ন নং – ২১ সরকারী সংস্থার ঔষধের গুনগত মান কি ভালো ?

উত্তর ১) না, অঞ্চলিক ডাক্তার যে ঔষধ দেন সেটা কেনাই ভালো ।

২) সরকারী ঔষধ ফ্রিজে রাখে, আমার ফ্রিজ নেই, আমি কি আমার প্রতিবাশী কে তার ফ্রিজ ব্যবহারের জন্য বলব ।

৩) লক্ষ লক্ষ টিবি রোগী সরকারী ঔষধের দ্বারা সুস্থ হয়েছেন, এই ঔষধ আপনাকে সুস্থ হতে সাহায্য করবে ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

ভারতে লক্ষ লক্ষ টিবি আক্রান্ত মানুষ সরকারী ঔষধের দ্বারা সুস্থ হয়েছেন এবং আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন, এই ঔষধ গুলি ভালো । আমাদের সংস্থা দীর্ঘ ২০ (কুড়ি) বছর ধরে সাফল্যের সাথে এই ঔষধ ব্যবহার করে চলেছি এবং নিশ্চিত ভাবে আমার লক্ষ্য করেছি যে এই ঔষধ দ্বারা রোগী খুব ভালোভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছে ।

প্রশ্ন নং – ২২ টিবি ঔষধের কি কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে ?

উত্তর ১) ঔষধ ব্যবহারের প্রথম ১ (এক) বা ২ (দুই) সপ্তাহে ৫(পাঁচ) থেকে ১০ (দশ) শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে বমির প্রবনতা দেখা যায়,তবে এটা নিজে থেকেই কমে যায়, অথবা বমি বন্ধ হওয়ার জন্য ঔষধ খেতে হয় ।

২) শতকরা ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ মানুষ বিশেষ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য ঔষধ বন্ধ করে দেয় ।

৩) চামড়ায় চুলকনি সবচেয়ে বড় বিরক্তিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং এর জন্য বিশেষ মলম দরকার ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

কিছু রোগী ডাক্তারের কাছে বলেন যে ঔষধ গ্রহণের প্রথম ১ (এক) বা ২ (দুই) সপ্তাহে বমি বমি ভাব লক্ষ্য করে তবে এটা নিজের থেকেই কমে যায়, যখন ঔষধ টি তার শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্য / মানিয়ে নেয়, যদি বমি না কমে তাহলে টিবি ডাক্তার তাদের যত্ন নিয়ে বমি কমানোর ঔষধ দিয়ে তাদের সাহায্য করেন ।

প্রশ্ন নং – ২৩ কে টিবি রোগের শিকার হতে পারে ?

উত্তর ১) প্রত্যেকেরই এটা হতে পারে, তবে ঘন বসতিপূর্ণ ঘর এবং যে সমস্থ লোকের শারীরিক দূর্বলতা আছে ঊদা : স্বরুপ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব থাকলে টিবি রোগের ঝিঁকি থকে ।

২) যে সমস্থ মানুষ মদ্যপান, ধূমপান করেন তাদের টিবি হতে পারে, অন্যান্য রা খুব কম এই রোগে আক্রান্ত হয় ।

৩) পুরুষদের থেকে মহিলারাই বেশি টিবি রোগে আক্রান্ত হয় ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

প্রত্যেকেরই টিবি হতে পারে । টিবি মহিলাদের থেকে পুরুষদের বেশি হয়ে থাকে । দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপান ও ধুমপান করলে টিবি হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায় । সব থেকে গুরুত্বপূর্ন হল তাদের বসবাস যদি ঘন বসতিপূর্ন হয় । যদি অনেক লোক একটি ছোট্ট ঘরে বসবাস করে । কারখানা এবং কাজের জায়গায় যদি অনেক লোক একসাথে কাজ করে । টিবির জীবানু খুব সহজেই একজন থেকে অন্যজনে সংক্রমিত হয় ।

প্রশ্ন নং – ২৪ টিবি রোগ থেকে আমি কি ভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারব ?

উত্তর ১) মদ্যপান থেকে বিরত থাকা ।

২) অনেক ফল খাব না ।

৩) আমার পরিবারের কোন সদস্য যদি ২ (দুই) সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কাশে তাকে থুতু পরীক্ষার জন্য পাঠাব ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

মাঝে মাঝে যদি কেউ মদ্যপান করেন তাহলে তার টিবি হওয়ার ঝুঁকি খুব একটা থাকে না । ফল খাওয়ার সাথে কাশি হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই । ফলে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন থাকে যা সাধারনত রোগের সংক্রমন থেকে রক্ষা করে । পরিবারের যিনি প্রধান তাকে কড়া থাকতে হবে, যদি কোন পরিবারের সদস্য ২ (দুই) সপ্তাহ বা তার বেশি সময় কাশে তাকে কফ (থুতুর) পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে, এটাই এক মাত্রযা নিজেকে এবং পরিবারের অন্য সদস্যকে টিবির (যক্ষার) মত রোগের হাত থেকে বাঁচাতে বা মুক্ত করতে পারে ।

প্রশ্ন নং – ২৫ যদি আমি ফুসফুসের টিবিতে আক্রান্ত হই, তাহলে আমার পরিবার কেও কি কফ (থুতুর) পরীক্ষা করাব ?

উত্তর ১) হ্যাঁ, পুলিশ আসবে এবং পরিবারের সবার আধার কার্ড দেখবে ।

২) যদি আমি টিবিতে আক্রান্ত হই, তাহলে পরিবারের সমস্ত সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তাদের কাশি আছে কি না এবং ছোট্ট বাচ্ছাদের x-ray করে দেখতে হবে ।

৩) কেউই আমার বাড়িতে আসবে না এবং কোন প্রশ্ন আমার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করবে না ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

কেবল টিবি সংক্রমিত ব্যক্তির পরিবার কে জিজ্ঞাসা করা হবে তার কাশি আছে কি না । অনেক টিবি আছে যা সংক্রমিত নয়, এবং এই পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা করার দরকার নেই ।

যদি পরিবারের সদস্যদের কেউ টিবি তে সংক্রমিত হন তাহলে পরিবারের সদস্যদের কাশি আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হয় এবং কোন ব্যক্তির যদি কাশি থাকে, তাদের অবশ্যই কফ (থুতু) পরীক্ষা এবং বুকের ছবি (এক্সরে) করাতে হবে, কারন সে হয়ত পরবর্তী সংক্রমিত ব্যক্তি যে প্রথম সংক্রমিত ব্যক্তি যে সবেমাত্র ঔষধ ব্যবহার শুরু করে তার থেকে সংক্রমিত হয়েছে ।

পাঁচ বছরের নীচে বয়সের শিশু, যার বাড়িতে টিবি সংক্রমিত ব্যক্তি আছে, তাকে অবশ্যই যত্ন সহকারে পরীক্ষা করাতে হবে, তার বুকের x-ray বা ছবি এবং অন্যান্য পরীক্ষা করাতে হবে তার কাশি না থাকলেও ।

প্রশ্ন নং – ২৬ টিবি (যক্ষা) রোগ থেকে সুস্থ হওয়া যায় এরকম আশা আছে কি ?

উত্তর ১) টিবির চিকিৎসা আজীবন করাতে হয় এবং বেশীর ভাগ রোগী কয়েক বছর চিকিৎসার পর অবশেষে মারা যায় ।

২) শতকরা ৫০(পঞ্চাশ) শতাংশ টিবি রোগী দোকানের ঔষধ খেয়ে সুস্থ হয়, সরকারী ঔষধ খেয়ে নয় ।

৩) শতকরা ৮০থেকে ৮৫ শতাংশ টিবি রোগী নিয়মিত সরকারী পরিষেবার দ্বারা সুস্থ হয় ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

হাওড়া সাউথ পয়েন্ট এবং সেন্ট থমাস হোম থেকে শতকরা ৮২ % (শতাংশ) টিবি রোগী সুস্থ হয়েছেন । সুস্থ হওয়া মানে টিবি রোগী তাদের সমস্ত টিবি জীবানু গুলিকে মেরে ফেলেছে এবং তাদের জীবদ্দশায় আবার টিবি হওয়ার অভিজ্ঞা তাদের নেই । সরকারী স্বাস্থ্য সংস্থায় তে সুস্থতার হার আমাদের মতো ৮০ থাকে ৮৫ শতাংশ ।

প্রশ্ন নং – ২৭ যদি ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ রোগী সুস্থ হয়ে থাকে তাহলে অনেক টিবি রোগী মারা যায় কেন (৪.৫ লাখ প্রতি বছরে) ?

উত্তর ১) কেবল মাত্র সরকারী সংস্থা বলছে যে তাদের ঔষধ খুব ভালো, বাস্তবে এটা নকল ঔষধ ।

২) অনেক মানুষ তাদের নির্ধারিত সময় ৬ থেকে ১৮ মাস এর আগেই চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়, এটা প্রতিরোধী (resistant) রেজিসটেন্ট জীবানু তৈরী করে ।

৩) যদি কোন ব্যক্তি মদ্যপান করে তা হলে সে নিয়মিত চিকিৎসা করালে ও সুস্থ হয় না ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

যে সমস্ত ব্যক্তি নিয়মিত মদ্যপান করে তাহলে সে যদি নিয়মিত টিবির ঔষধ খায় তাহলে সে অন্যদের মতো ভালো হয়ে যাবে। সরকারী ঔষধের গুনগত মান ভালো।

সমস্যা সেই সব ব্যক্তিদের নিয়ে যবো নিয়মিত পদ্ধতিগত ভাবে চিকিৎসা কারন না, উদা : স্বরুপ, তাদের জন্য ভালো ডাক্তার উপলব্ধ নেই । অথবা তাদের শ্বাসকষ্ঠ আছে যার জন্য আর হাসআতালে হেঁটে যেতে পারে না অথবা তাদের বাড়ি থাকে না অথবা আধার কার্ড নেই, পরিযায়ী শ্রমিকরা হঠাৎই তাদের ঔষধ বন্ধ করে দেয় নির্ধারিত সময়ের আগেই অথবা নিয়মিত ঔষধ খান না, অনিয়মিত টিবি প্রতিরোধী ঔষধ খাবার জন্য টিবির জীবানু গুলি শক্তিশালী হয়ে যায় মারা যাওয়ার বদলে, এই ধরনের মানুষদের টিবি চিকিৎসা কার্যকারী হয় না এবং অবশেষে তারা মারা যায় ।

প্রশ্ন নং – ২৮ টিবি (যক্ষা) কি জীবনে দ্বিতীয় বার ফিরে আসতে পারে ?

উত্তর ১) টিবি আবার ও হতে পারে । তবে দ্বিতীয়বার হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে যদি সে আগের চিকিৎসা পুরোপুরি এবং ঠিকমত করে ।

২) টিবির চিকিৎসা আজীবন চলতে থাকে, সেই কারনে প্রথম এবং দ্বিতীয়বার বলার দরকার নেই ।

৩) মানুষ যদি ধুমপান এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকে তাহলে সে আর টিবি রোগে টিবি রোগে সংক্রমিত হবে না ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

টিবির চিকিৎসা সারাজীবন ধরে চলে না । বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস চলে, মদ্যপান না করা নি:সন্দেহে শরীরের পক্ষে ভালো কিন্তু মদ্যপান বা ধুমপান বন্ধ করলে ও টিবি হতে পারে ।

যদি চিকিৎসার নির্ধারিত সময়ের আগেই চিকিৎসায় বাঁধা পরে অথবা অনিয়মিত ঔষধ খান তাহলে ভবিষ্যতে তার আবার ও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা ঝুঁকি থাকে, যারা নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার করেন বা ঔষধে কোন বাঁধা সৃষ্টি না হয় তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা ঝুঁকি থকে না।

প্রশ্ন নং – ২৯ যদি আমি টিবি দ্বারা সংক্রমিত হই, তাহলে কি করে পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করব ?

উত্তর ১) আমি দিবারাত্রি মশারীর মধ্যে থাকবো ।

২) আমি গ্রামে যাব যেখানে মুক্ত বাতাস থাকবে কোন ধুলোবালি থাকবে না ।

৩) আমি চিকিৎসার প্রথম সপ্তাহ গুলিতে মুখে মাস্ক দিয়ে রাখবো, ঘরের জানালা খুলে রাখবো এবং নিয়মিত ঔষধ গ্রহন করব ।

---

৩ (তিন) নং উত্তর সঠিক ।

গ্রামে থাকা অথবা মশারীর মধ্যে থাকলে টিবি রোগের সংক্রমনকে প্রতিহত করা যাবে না । যে ব্যক্তি ফুসফুসের টিবি আক্রান্ত তাকে মুখে মাস্ক পড়তে হবে যখন অন্যদের সাথে থাকবে , জানালা খুলে রাখতে হবে বাতাসে যে জীবানুগুলি ভেসে বেড়াছে তাদের বাহিরে বের করতে হবে বাতাস চলচলের মাধ্যমে, ফুসফুসে টিবি আক্রান্ত ব্যক্তি যখন কাশবে, অন্যদের দূরে থাকতে হবে, জনসমক্ষে থুতু ফেলবে না, এবং তাদের হাত নিয়মিত ধুতে হবে ।

প্রশ্ন নং – ৩০ যদি আমার টিবি (যক্ষা) হয় তাহলে কি আমি কাজ করতে পারব ?

উত্তর ১) না, টিবি (যক্ষা) রোগীকে বেডরেষ্ট / শুয়ে থাকতে হবে ।

২) এটা নির্ভর করছে তার অনুভুতির উপর এবং একই কারখানায় অন্যের জন্য সংক্রমক কিনা ।

৩) টিবি (যক্ষা) ঔষধ খাওয়ার পর ব্যক্তির প্রচুর বমি হয় যে সে কাজ করতে পারে না ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

কেবল মাত্র কিছু টিবি রোগীর বেডরেষ্ট এর প্রয়োজন হয় টিবি চিকিৎসা প্রচুর পরিমানে বমি হয় না , যাদের জ্বর, ব্যাথা , শ্বসকষ্ট, অথবা অনেক ওজন কম তারা কাজে যেতে পারে না ।

যদি কোন ব্যক্তির ফুসফুসে টিবির সংক্রমন থাকে, তাদের কখনোই উচিত নয় ঘনবসতি পূর্ন কাজের জায়গা অথবা ঠিকমতো কারখানায় বাতাস চলাচল হয় না, অথবা লরিতে থাকা ।

প্রশ্ন নং – ৩১ যখন আমার প্রতিবেশীরা শুনবে যে আমার টিবি (যক্ষা) হয়েছে, তাহলে তারা আমাকে আমার থাকার জায়গা থেকে বহিস্কৃত করার চেষ্টা করবে । আমি তাদের কি উত্তর দেব ?

উত্তর ১) আমি কিছুদিনের জন্য আমার আত্মীয়ের বাড়ি চলে যাব যাখনে কেউ জানবে না যা আমার টিবি (যক্ষা) হয়েছে ।

২) আমি আমার অঞ্চলের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করার এটাই ভালো কারন আমি আমার রোগ নির্নয় এবং চিকিৎসা গোপন করতে পারব । যখনই এটা জনগনের টিবি কেন্দ্রে যাবে আমি দেখব যে তারা আমার সম্পর্কে বাজে আলোচনা করবে ।

৩) আমি আমার প্রতিবেশীদের ডাক্তার যা বলেছে সেটাই বলবো, যে যদি আপনি চিকিৎসার প্রথম কয়েক সপ্তাহ মুখে মাস্ক বেঁধে রাখেন, নিয়মিত ঔষধ গ্রহন করেন, মাটিতে থুতু না ফেলেন, তাহলে অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার কোন ঝুঁকি থাকবে না ।

---

৩ (টিন) নং উত্তর সঠিক ।

অন্যের বাড়িতে গেলে আপনার খুব একটা সাহায্য হবে না, যখন অঞ্চলের ডাক্তারকে দেখাবেন এবং রোগ গোপন করে রাখবেন, কিন্তু আপনি কাজ ঠিকমতো করতে পারবেন না, অঞ্চলের ডাক্তারের রোগ নির্নয় এবং চিকিৎসা কম নিয়ম মাফিক হবে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার তুলনায় ।

যখন আপনি কিছু নিয়ম মেনে চলবেন, এতে আপনার প্রতিবেশীরা নিরাপদে থাকবে । ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই যে টিবি (যক্ষা) আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিবেশী কে সংক্রমিত করবে । আপনি আপনার স্বাস্থ্য কর্মীকে বলবেন আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলতে যদি আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন ।

প্রশ্ন নং – ৩২ যদি আমার প্রতি সমস্যা তৈরী করে কারন তারা আমাকে এবং আমার টিবি রোগ জেনে ভীত হয়, তাহলে তাদের আমি কি উত্তর দেব ?

উত্তর ১) যদি তারা শান্ত না হয়, আমি ওদের দিকে কাশবো ।

২) আমি তাদের বলব যে তারা যদি একই পায়খানাগার ব্যবহার করে তাহলে এই রোগের ঝুঁকি থাকে না, এবং সবসময় মশারীর মধ্যে ও থাকার দরকার নেই ।

৩) মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের বাপের বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো যতক্ষন এই রোগের চিকিৎসা চলবে ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

প্রতিবেশী পরিবারে টিবি আক্রান্তের কোন সম্ভাবনা থাকে না । টিবি আক্রান্ত ব্যক্তির একই টয়লেট ব্যবহার করলে টিবি সংক্রমিত হবে না এবং মশা ও টিবি জীবানু সংক্রমিত করে না ।

যদি কোন রোগীর সংক্রমিত ধরনের টিবি হয় তাহলে তাকে নিয়মিত ঔষধ খেতে হবে, মুকে মাস্ক পরতে হবে কয়েক সপ্তাহ এবং জানলা খুলে রাখতে হবে , একজন টিবি রোগী কখনই জনসমুক্ষে থুতু ফেলবে না এবং কাশির সময় অন্যদের দূরে থাকাবে ।

যদি কোন মহিলার সংক্রমিত ধরনের টিবি হয় তাহলে তাকে আলাদা করে চাপ দেওয়া, ঘর থেকে বের করে দেওয়া ঠিক হবে না, এই পরিস্থিতিতে আপনার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে হবে ।

প্রশ্ন নং – ৩৩ আমি একজন পরিযায়ী শ্রমিক এবং দীর্ঘ সময় ধরে হাওড়ায় থাকি না, আমি কি ভাবে টিবির চিকিৎসা কে সংগঠিত করতে পারব ?

উত্তর ১) একজন টিবি চিকিৎসা পেতে পারে কেবলমাত্র সেই জায়গায় যেখানে তার আধার কার্ড আছে ।

২) যদি আমি টিবি কর্মীদের সাথে কথা বলি তাহলে তারা যেখানে আমি যাব সেইখানে চিকিৎসা কে বদল করে দিতে পারবেন ।

৩) আমি হাওড়ায় চিকিৎসার একটি অংশ নেব এবং যখন আমি অন্য কোথাও যাব, তখন সেখানকার কোন আঞ্চলিক ডাক্তার কে দিয়ে বাকি অংশ চিকিৎসা করেব ।

---

২ (দুই) নং উত্তর সঠিক ।

যদি আপনার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা থকে, আমাদের টিবি কর্মীরা আপনার নতুন ঠিকানায় চিকিৎসার ধারাবাহিকতার ব্যবস্থা করে দেবে । কিন্তু এটা একটা সমস্যা টিবি কর্মীর নজরে আনার আগেই হাওড়া ছেড়ে চলে যাওয়া, দয়াকরে আমাদের কর্মীদের কয়েক দিন আগে আপনার যাত্রা সম্পর্কিত তথ্য জানাবেন ।

প্রশ্ন নং – ৩৪ টিবি আক্রান্ত ব্যক্তির কি কোন সরকারী সাহায্য আছে ?

উত্তর ১) হ্যাঁ, প্রতিটি টিবি আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসা চলাকালিন প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে পাবে, তবে নগদে (cash) নয়, ব্যাঙ্ক মারফত। কিন্তু বাস্তবে এটা সবসময় হয়না।

২) টিবি রোগী রেশন কার্ড মারফত ৬ মাসের জন্য রেশন বিনা পয়সায় পাবে ।

৩) সরকার টিবি রোগীদের জন্য কোন সাহায্যই করে না ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

প্রতিটি টিবি রোগী প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে সরকারী সাহায্য পাবে । তবে এটি নিয়মিত নয় আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা আপনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে । এই টাকাটা পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে ।

প্রশ্ন নং – ৩৫ যদি আমি বা আমার অ্যাত্মীয়র দীর্ঘদিন ধরে কাশি থাকে, তাহলে কে আমাকে সাহায্য করবে ?

উত্তর ১) আমাদের সংস্থার কর্মীরা প্রস্তুত আপনাকে সাহায্য করার জন্য ।

২) আপনি হাওড়া হাসপাতালে যেতে পারেন, কিন্তু যখন তারা দেখবে যে আপনি অঞ্চল থকে চিকিৎসা করাচ্ছেন , তাহলে তারা আর আপনাকে সাহায্য কবেন না ।

৩) কেবলমাত্র যখন আপনি ধুমপান অথবা মদ্যপান থেকে বিরত থাকাবেন তখন আমাদের কর্মীরা আপনাকে সাহায্য করবেন ।

---

১ (এক) নং উত্তর সঠিক ।

আপনি আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের (হাওড়া সাউথ পয়েন্ট এবং সেন্ট থমাস হোম) টিবি বিভাগে এবং সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিবি চিকিৎসার বিষয়ে সহায়তা পাবেন । এমন কি আপনি ধুমপান বা মদ্যপান গ্রহন করলে ও আপনি সাহায্য পাবেন, আপনি সাহায্য পাবেন এমন কি যদি আপনি আপনার জীবনে আগে টিবির চিকিৎসা নিয়ে থাকেন এবং আপনি অনুমোদিত হওয়ার আগে এই চিকিৎসাটি বন্ধ করে দেন ।

আপনি আমাদের কর্মীদের সাথে টিবি সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনি যা কোনো দিন দীর্ঘ সময় ধরে কাশির বিষয়ে আমাদের একজন ডাক্তার কে দেখাতে পারেন ।